পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথ। পাঠক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আধুনিক পাঠক্রমের যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর ঃ** পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে তেমনি জাতীয় ও সামাজিক লক্ষ্যও পূরণ হয়ে থাকে। তাই জাতীয়, সামাজিক ও শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম সংগঠিত হয়ে থাকে।

(2) **সমষ্টিমূলক ঃ** শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। তাই যে-কোনো পাঠক্রম এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমবায় যেগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

(3) **পরিবর্তনশীল ঃ** সমাজে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন হয়ে থাকে।

(4) **নির্বাচনধর্মী ঃ** শিশুর জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়, তাই পাঠক্রমটি হল নির্বাচনধর্মী, পাঠক্রমের বহুবিধ বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে থাকে।

(5) **বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নির্ভর ঃ** আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা,

চাহিদা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুযায়ী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানসম্মত ও বিজ্ঞান নির্ভর পদ্ধতির মধ্যে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। তাই পাঠক্রম বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(6) **সমন্বয়ধর্মী ঃ** একটি আদর্শ পাঠক্রমে সব ধরনের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে থাকে, যেমন—দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদি। অর্থাৎ, পাঠক্রমে বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটে থাকে।

(7) **শ্রেণি ও শ্রেণিবহির্ভূত অভিজ্ঞতা ঃ** একটি আদর্শ পাঠক্রমের মধ্যে শ্রেণি ও শ্রেণিবহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে। শিক্ষার্থী যেমন শ্রেণির অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করবে তেমনি শ্রেণিবহির্ভূত অভিজ্ঞতাসমূহের ধারণা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর সব ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাঠক্রমে থাকে।

(8) **বাস্তবভিত্তিক ঃ** পাঠক্রম বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব সমস্যার সমাধান সহজে করতে পারে। অর্থাৎ, পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(9) **জীবনাদর্শ গঠন ঃ** পাঠক্রমের মধ্যে যে সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ গঠন করতে পারে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জীবনের ওপর পাঠক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব, যা তার জীবনাদর্শ গঠন করে।

(10) **তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ ঃ** পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আধুনিক পাঠক্রমের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা কোনো সময়ই স্থির নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটে থাকে। সুতরাং পাঠক্রম একটি নমনীয়, বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন বিষয়ের সমবায়।